যুগান্তর

তারিখ ... 05 APR 2015
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ৭

সাংবাদিকতা শিক্ষকতার আড়ালে নাশকতায় লিপ্ত শিবির

রাজু আহমেদ, *নারায়ণগঞ্জ থেকে*

নারায়ণগঞ্জে নাশকতা চালাতে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শিবিরের ক্যাডারদের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেছে। গত ২ বছরেরও বেশি সময় ধরে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন সেক্টরে নিজেদের আড়াল করে শিবিরের ক্যাডাররা নাশকতা চালিয়ে আসছিল। সম্প্রতি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া শিবিরের 'সাথী' ওমর আলী জিজ্ঞাসাবাদে দেয়া জবানবন্দিতে (দণ্ডবিধির ১৬১ ধারায়) এসব তথ্য দিয়েছে। তার দেয়া জবানবন্দিতে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর অনেক তথ্য। জানা গেছে, গত ৩ মাসেই শুধু নারায়ণগঞ্জ শহরে ২৫টির মতো নাশকতার ঘটনা ঘটিয়েছে শিবিরের ক্যাডাররা।

নারায়ণগঞ্জে আটক এক 'সাথী'র জবানবন্দি

গত ৯ মার্চ পুলিশ গ্রেফতার করে শিবিরের সাথী ওমর আলীকে (২২)। দুই দফায় রিমান্ডে ওমর আলী জানায়, বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শিবিরের ক্যাডাররা কেউ সাংবাদিকতা, কেউ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে আর তাদের চাকরি দিয়ে সহায়তা করছে শহরের জামায়াতের পৃষ্ঠপোষকরা। জবানবন্দিতে ওমর আলী জানায়, 'আমি ঢাকা কলেজের প্রাণিবিদ্যার ৩য় বর্ষের ছাত্র। শেরপুর শহিদিয়া কামিল মাদ্রাসা থেকে বিজ্ঞানে আলিম পাস করি এবং ২০১১ সাল থেকে নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে ভাড়া থেকে পড়ালেখার পাশাপাশি ইসলামী ছাত্রশিবির সংগঠনের সাথী পদে দায়িত্ব পালন করছি। ২০১৪ সালের জুলাই মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দৈনিক ইয়াদ (নারায়ণগঞ্জের স্থানীয় দৈনিক)-এ ৬ মাস কাজ করি। কাজের সুবাদে স্থানীয় দৈনিক যুগের চিন্তার পত্রিকার সম্পাদক মোরসালিন বাবলা এবং রফিকুল ইসলাম জীবনের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের জানুয়ারির ১ তারিখে যোগ দেই যুগের চিন্তায়। ইসলামী ছাত্রশিবিরের কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যেই আমি পত্রিকায় ঢুকি এবং জামায়াতে ইসলামী জেলা আমীর ও মহানগর আমীর মাওলানা মাঈনউদ্দিন আহাম্মেদ মহানগর জামায়েতের আমীর নারায়ণগঞ্জ জেলার ইঞ্জিনিয়ার মনোয়ার হোসেনদের নির্দেশে ২৮ মার্চ বিকালে গলাচিপা মোড়ে বিবি রোডে ককটেল ফাটাই। মূলত আমরা যে রুমে থাকি। সেই ৭২নং কলেজ রোডের বাসায় পরিকল্পনা মাফিক নারায়ণগঞ্জ শহরসহ আশপাশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতা পরিচালনা করা হতো।' যুগান্তরের তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, গ্রেফতারকৃত ওমর আলীর দায়িত্ব ছিল শিবিরের সব নাশকতার ঘটনাগুলো স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচার করা। ছদ্মনামে ই-মেইল আইডি খুলে ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই নাশকতার বর্ণনা ও ছবি প্রেরণ করতো সে। অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, শহরে জামায়াতের চিহ্নিত পৃষ্ঠপোষক ও ক্লিনিক ব্যবসার গডফাদার হিসেবে পরিচিত সাদেকের মালিকানাধীন ক্লিনিক ও প্যাথলজি সেন্টারে চাকরি দেয়া হয়েছে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিবিরের ক্যাডারদের। নারায়ণগঞ্জ সদর থানার ওসি মঞ্জুর কাদের বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, ইতিপূর্বে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় হাতেনাতে গ্রেফতার হওয়া শিবিরের দুই ক্যাডার জানায়, তারা সাদেকের মালিকানাধীন মেডিপ্লাস প্যাথলজিতে চাকরি করে। ওই ঘটনার পর থেকে বেশ কিছুদিন সাদেক গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন। শুধু তাই নয়, জামায়াতের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক একটি শিল্প গ্রুপের মালিক ইব্রাহীমের প্রতিষ্ঠানেও অসংখ্য শিবিরের লোকজন চাকরি করছে। নাশকতা ঘটিয়েই এরা কর্মস্থলে চলে যাচ্ছে বলে সহজে এদেরকে শনাক্ত করা যায় না। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে শিক্ষকতার আড়ালে নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে শিবিরের ক্যাডাররা।